টিফিন ব্যবস্থা : বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সপ্তাহে পাঁচ দিন টিফিনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রধান শিক্ষিকার সার্বিক তত্ত্বাবধানে টিফিন কমিটির সদস্য শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ ছাত্রীদের জন্য পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর টিফিনের ব্যবস্থা করে থাকেন। শুরু থেকেই এই বিদ্যালয়ে টিফিন প্রস্তুতের জন্য একটি রান্নাঘর রয়েছে। বর্তমানে যেটিকে আরও সুপ্রশস্ত এবং আধুনিক করা হয়েছে। পত্রিকায় টেন্ডার-এর মাধ্যমে টিফিন প্রস্তুতের জন্য তিন থেকে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি দলকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তারা একেক দিন একেক রকম টিফিন আইটেম অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে তৈরি করে থাকে।

লাইব্রেরি : প্রমথ চৌধুরী লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের ওপরে স্থান দিয়েছেন। বস্তুতঃ জ্ঞানের উৎস হচ্ছে বই। লাইব্রেরি মানুষকে স্বশিক্ষিত করে। বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মত এর লাইব্রেরিটিও ঐতিহ্যবাহী এবং নানারকম বই-পুস্তকে সমৃদ্ধ। বিদ্যালয়ের মূল গেট সংলগ্ন ভবনের তিনতলায় অবস্থিত এই সুবিশাল লাইবেরি পরিচালনার জন্য একজন খণ্ডকালীন অভিজ্ঞ লাইব্রেরিয়ান আছে যার তত্ত্বাবধানে লাইব্রেরির কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বঙ্গবন্ধু কর্ণার : মাধ্যমিক ও উচ্ছশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রনালয় হতে প্রাপ্ত ২৪-০৭-২০১৮ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে "বঙ্গবন্ধু কর্ণার" স্থাপন করার নির্দেশ মোতাবেক অত্র বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ও বঙ্গবন্ধুকর্ণার" স্থাপন করা হয়েছে। এখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যাদুঘর থেকে বঙ্গবন্ধুর উপর লোখা ২৬টি বই রয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের স্বাধীন-তা যুদ্ধের দলিলপত্র (প্রথম-পঞ্চদশ খন্ড), জাতির জনক : তাঁর সারা জীবন, কারাগারের রোজনমচা, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবের জীবন ২৬টি চিত্র ২৬টি ঘটনা, Poet of Politics, Father of the Nation, His life and Achievments সহ অনেক বই এই কর্ণারে রয়েছে। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এসকল বই অধ্যয়ন করে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে পারছে।

বই পড়া কার্যক্রম : আলোকিত মানুষ গড়ার কারখানা বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র পাঠক সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত বইপড়া কার্যক্রম আমাদের বিদ্যালয়ে চালু রয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির ছাত্রীরা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রতিবছর বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বইপড়া কার্যক্রমের চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে মেধা ভিত্তিক পুরস্কার লাভ করে থাকে।

গবেষণাগার : বিদ্যালয়ের অফিস ভবনের দোতলায় পদার্থ ও রসায়ন এবং তৃতীয় তলায় জীব বিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিতের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা গবেষণাগার। বিপুল পরিমাণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ আধুনিক এই গবেষণাগার শিক্ষার্থীদের প্রায়োগিক জ্ঞানার্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে।

আইসিটি লার্নিং সেন্টার : সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) এর অধীন ঢাকা অঞ্চলের আওতায় ১০৯ টি আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। ১০৯ টি ILC এর মধ্যে অন্যতম পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী আমাদের বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। শিক্ষার্থীদের জন্য ২০টি এবং শিক্ষকের জন্য ০১টি সহ সর্বমোট ২১ টি ল্যাপটপ এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আইসিটি শিক্ষা দেয়া হয় এ সেন্টারের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীরা আইসিটি বিষয়ের ক্লাসে এ সেন্টারে এসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের কাংখিত বিষয় খুঁজে নিয়ে শেয়ারিং এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

Digital Content / মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ৬টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে ডিজিটাল কন্টেন্ট উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে ২০১৪ সালে মে মাসে বিদ্যালয়ের কম্পিউটার কক্ষে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয় । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষিকাসহ সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ উপস্থিত ছিলেন। ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকগণকে ব্যাপক ভিত্তিতে বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ স্ব স্ব বিষয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নিচ্ছেন ও এমএমসিতে ক্লাস নিবন্ধন করছেন।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও কৃষি শিক্ষা ব্যবহারিক কক্ষ : গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও কৃষি শিক্ষা ব্যবহারিক কক্ষ : ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও কৃষি শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করার জন্য শিক্ষকদের সহায়তায় ব্যবহারিক কাজ করানো হয়। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান মেয়েদের রন্ধনপ্রণালী, পোশাক প্রস্তুত ও সমস্যা ইত্যাদি দক্ষতা অর্জনে শিক্ষকগণ তত্ত্বাবধান করে থাকেন। কৃষি শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ সুসজ্জিত করা ও বিভিন্ন সামাজিক দিবসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে।

নামাজ কক্ষ : দিবা শাখার ক্লাস শুরু হয় ১২টা ১৫ মিনিটে। তাই যোহর ও আসরের নামাজ ঠিকমত আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্রীদের জন্য রয়েছে নামাজ কক্ষ।

সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি : সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা প্রতিভার কুঁড়িগুলোকে বিকশিত করে দিগ্বিদিক সুরভিত করতে সক্ষম হয় । এ বিদ্যালয়ে এমনি নানা ধরনের সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন

বার্ষিক মিলাদ মাহফিল : বছরের শুরুতে বার্ষিক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের শুভ সূচনা ঘটে। এ অনুষ্ঠানে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনী ও ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতা হাম্দ, নাতসহ কোরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই দিনে ছাত্রীগণ কর্তৃক কোরআন খতম করা হয় ও অনুষ্ঠানের শেষে মিলাদ পড়ানো হয়।

সরস্বতী পূজা : এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০০৩ সাল থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাত্রীরা সরস্বতী পূজা উদযাপন করে আসছে। এ পূজা উপলক্ষ্যে গীতা পাঠ, রচনা প্রতিযোগিতা ও হিন্দুধর্ম বিষয়ক সঙ্গীতের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পূজা উপলক্ষে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে মিষ্টি ও ফল বিতরণ করা হয়।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা : সুস্থ দেহে সুস্থ মন বিরাজ করে। শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশ বর্তমানে একটি পরিচিত নাম। আমাদের ছাত্রীরাও আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগুতে চেষ্টা করছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের রয়েছে এক বিশাল প্রাঙ্গণ, যা আজকের নগর জীবনে বিরল। প্রতি বছর এই শ্যামল ছায়া ঢাকা সবুজ প্রাঙ্গণে আনন্দমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানের শুরুতে থাকে বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রীদের মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ। কুচ কাওয়াজ-এর মধ্যে দিয়ে প্রধান অতিথিকে সালাম প্রদর্শনের পরপরই শুরু হয় ছাত্রীদের শরীরচর্চা প্রদর্শন। দেশাত্মবোধক গানের সুরের মূর্ছনার সাথে সাথে তাল মিলিয়ে ছাত্রীদের মাঠ ডিসপ্লে প্রতি বছরই দর্শকদের বিমোহিত করে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আরেকটি আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে, যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা। ছাত্রীদের বিভিন্ন ছদ্মবেশ অত্যন্ত বস্তু নির্ভর এবং বাস্তবধর্মী, সমাজ গঠনমূলক বিভিন্ন উপস্থাপনা দর্শকদের মুগ্ধ করার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে। প্রতি বছর অতি আড়ম্বরের সঙ্গে আনন্দমুখর পরিবেশে ছাত্রীরা ট্রাক এন্ড ফিল্ডে বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণের পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যাডমিন্টন, ক্যারাম, বাগাডুলি ও হ্যান্ডবলে অংশগ্রহণ করে থাকে। এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন দেশের কোন বরেণ্য ব্যক্তি অথবা শিক্ষা বিভাগের কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। এ সকল মহান ব্যক্তির হাত থেকে আমাদের ছাত্রীরা তাদের মেধা ও কৃতিত্বের পুরস্কার গ্রহণ করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করে।

আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ : এ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সুস্থ সুন্দর জীবন গঠনের উপলক্ষ বলে বিবেচনা করে থাকে। প্রতি বছর এ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ঢাকা মহানগরী আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও থানা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে কৃতিত্ব অর্জন করে আসছে। প্রতি বছর অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা থানা পর্যায়ে বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে ও দক্ষতার সাথে সাফল্য অর্জন করে আসছে। বিগত কয়েক বছর ধরে বালিকা ফুটবলে থানা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও হ্যান্ডবলে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়ার উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানের মাঠ ডিসপ্লেতে অংশগ্রহণ করে থাকে। শুধু অংশগ্রহণই নয়, ফুটবল ও হ্যান্ডবলে সূত্রাপুর থানা স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া সমিতি পরিচালিত গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলা প্রতিয়োগিতায় তারা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এ বছরেও ৪৮তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীস্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০১৯ ফুটবল (বালিকা) সূত্রাপুর থানায় এই বিদ্যালয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা : প্রতি বছর বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে দেশাত্মবোধক গান, নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, লোকগীতি, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, নৃত্য ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানেও শিক্ষা বিভাগের একাধিক কর্মকর্তা প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী শিক্ষার্থী প্রধান অতিথির হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে থাকে।

কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান : 'জগতে কীর্তিমান হও সাধনায়' এই আপ্তবাক্যটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করে বলেই অত্র বিদ্যালয় প্রতি বছর PEC, JSC ও SSC পরীক্ষায় GPA-5 প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনার আয়োজন করে থাকে। কেননা, এই অগ্রগামী শিক্ষার্থীরাই একদিন মূঢ়, ম্লান মুখে ভাষা ফোটাবে, জাতিকে উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যাবে, জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করবে এবং এদের দেখে অনুজ শিক্ষার্থীরাও অনুপ্রাণিত হবে। তাই এই শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা ও সাহস যোগানো একান্ত প্রয়োজন।

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান : সুদীর্ঘ দশটি বছর ধরে স্নেহের ছায়ায় ও শাসনে বুকে আগলে রাখার পর সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে একঝাঁক সন্তানসম শিক্ষার্থীকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য প্রতিবছর এই বিদ্যালয় এসএসসি পরীক্ষার্থীদের

বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে মায়াময় শৈশব ও তারুণ্যের আনন্দমুখর দিনগুলোকে স্মৃতিতে অম্লান রাখার জন্য স্মৃতি এ্যালবাম সম্বলিত পত্রিকা 'উত্তরণ' প্রকাশ করা হয়। এই দিনে অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলি ও প্রধান শিক্ষিকা বিদায়ী এসএসসি পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক বক্তব্য প্রদান করে থাকেন। অনুষ্ঠান শেষে বিদায়ী পরীক্ষার্থীদের সফলতার জন্য মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে মুনাজাত করা হয়।

শিক্ষকদের বিদায় সংবর্ধনা : নিয়মের শৃঙ্খলায় পড়ে একদিন চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করতে হয় সবাইকে। আবার বদলীজনিত কারণেও কেউ কেউ চেনা গন্ডি পেরিয়ে লক্ষ্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। তৈরি হয় এক বিষন্নতার আবহ। হৃদয় দুমড়ে-মুচড়ে যায় একান্ত আপন ও পরিচিত বিদায়ী ব্যক্তির জন্য। মূক হৃদয়ের সেই অব্যক্ত ভাষাকে ব্যক্ত করার জন্য ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয় দুই ভাগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। প্রথমে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে, দ্বিতীয়বার শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বিদায়ী শিক্ষকদের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

শিক্ষা সফর : পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডির বাইরের জগৎ থেকে শিক্ষার্থীরা যাতে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের প্রয়াস পায় সে লক্ষ্যে দশম শ্রেণির ছাত্রীদের নিয়ে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ উচ্ছল আনন্দে মেতে কাটিয়ে দেয় একটি ভিন্ন রকম দিন।

প্রথম শ্রেণির ভর্তি লটারি : শিক্ষকের দায়িত্ব শিক্ষা দেওয়া। যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী কাউকে অমানবিকভাবে বাতিল করা নয়। বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান পর্যাপ্ত না হওয়ায় নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীকে ২০১০ সাল থেকে সরকারের নতুন নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১ম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে লটারির মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আসছে। এই প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত মাঠে মঞ্চ তৈরি করে ভর্তিপ্রার্থী শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকসহ সকলের উপস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সরাসরি ও গভীর পর্যবেক্ষণে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকমন্ডলীর সহযোগিতায় এই লটারি অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে পরিচালিত হয়। ফলাফল মাইকের মাধ্যমে ঘোষণা ও ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে বড় পর্দায় প্রদর্শিত হয়।

গার্ল গাইডস : আজকের ছাত্রীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। দেশের উপযুক্ত ও সুশৃঙ্খল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে গার্ল গাইডস। অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার নির্দেশে প্রতি বৃহস্পতিবার গাইড শিক্ষক জনাব মেহেরুননেছা শ্রেণির কার্যক্রম চালিয়ে থাকেন। প্রতিবছর শিক্ষার্থীদেরকে দীক্ষা প্রদান করা হয়। আমাদের গার্ল গাইডস শিক্ষার্থীরা বন্যা, খরা, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও তীব্র শীতে দুর্গত মানুষের পাশে থেকে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় বস্ত্র, শুকনো খাবার প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্বতঃস্ফুর্ত সেবা দিয়ে থাকে। এছাড়াও বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে কাজ করে। আমাদের গাইড ছাত্রীরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। 'ট্রাফিক সপ্তাহ' পালনে গাইড ছাত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও ডে ক্যাম্প, জেলা ক্যাম্প সহ বিভিন্ন ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে। গাইড কর্মকান্ডকে বেগবান করতে অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা, গাইডার শিক্ষক ও কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

হলদে পাখি : প্রতি বছর 'হলদে পাখি' ছাত্রীদের দীক্ষা প্রদান করা হয়। হলদে পাখির ঝাঁক তাদের নিজ শ্রেণী কক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সাহায্য করে। বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিনোদনমূলক প্রোগ্রামের মাধ্যমে সকলকে আনন্দ দিয়ে থাকে এবং উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করে। বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা প্রাণবন্ত ও সজীব রাখে হলদে পাখি। এদের পদ চারণায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গন মুখরিত থাকে। আমাদের প্রধান শিক্ষিকা জনাব সুলতানা জাহান এই বিদ্যালয়ে হলদে 'পাখির ঝাঁক' উদ্বোধন করেন ২০১৭ সালে। এরপূর্বে 'হলদে পাখির' ঝাঁক বিদ্যালয়ে চালু ছিলনা। হলদে পাখি পরিচালনার জন্য দুজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

রেড ক্রিসেন্ট : আর্ত মানবতার সেবা ও বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে নেতৃত্ব দানের গুনাবলি অর্জন ও বাস্তব জীবনে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে "রেড ক্রিসিন্টে সোসাইটি" নিয়োজিত। অত্র বিদ্যালয়ে ৫৩জন ছাত্রী ও ২জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়ে রেড ক্রিসেন্টে ইউনিট পরিচালনা করছে। নিয়মিত মহড়া ও আন্ত:হাউজ প্রশিক্ষণ চলমান। প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের উপকরণ, উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার উপকরণ বিদ্যালয়ে আছে। শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রীবৃন্দ প্রধান শিক্ষকার নির্দেশ যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে মানবতার সেবায় , প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় উদ্ধার কার্যক্রম ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার ব্রতে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যালয় বার্ষিকী : সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে বিদ্যালয় বার্ষিকীর ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। বার্ষিকী প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরারও মাধ্যম। এই কচি-কাঁচাদের ক্ষুদ্র আয়োজনের মাধ্যমেই হয়তো একদিন দেশবরেণ্য কোনো সাহিত্যিকের উন্মেষ ঘটবে। শিক্ষকদের লেখাও এতে স্থান পায়। সেদিক থেকে বার্ষিকী হয়ে ওঠে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মিলনমেলা। অন্যান্যবারের মতো ২০১৯ সালেও প্রকাশিত বার্ষিকী 'উত্তরণ' বার্ষিকী কমিটির সযত্ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধায়নের স্বাক্ষর রেখেছে। এটি নানামাত্রায় ও স্বতন্ত্র মহিমায় সকলের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

অন্যান্য কার্যক্রম : মেধা পুরস্কার বিতরণ-বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান প্রাপ্ত প্রতিটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

ভূমিকম্পের মহড়া : ভৌগলিক কারণেই বাংলাদেশ সর্বপ্রকার দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ভূমিকম্প তার মধ্যে অন্যতম-যার পূর্ব সংকেত সবার অজানা, যে কোন সময় ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে। এ লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে ভূমিকম্প বিষয়ক করণীয় ও সচেতনতা জাগ্রত করার জন্য এ বছর প্রতি শিফটে ২বার করে ভূমিকম্পের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। আশা করা যায়-এই মহড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেকে রক্ষা করার কিছু উপায় শিখতে, জানতে এবং প্রয়োগ করতে শিখেছে।

বিতর্ক ক্লাবের কথা : বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, 'প্রথমআলো' বন্ধু সভার সদস্য। ঢাকা মহানরীর বিভিন্ন স্কুলে অনুষ্ঠিত 'আন্তঃ স্কুল বির্তক' প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের সাথে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ টেলিভিশনে "মা ও শিশু" বির্তক আয়োজনে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে স্কুল বির্তকদল। 'পুরাতন ঢাকা স্কুল বির্তক' প্রতিযোগিতা ও সেমিনারেও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বির্তক ক্লাব-এর মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মোহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম। স্কুলে নিয়মিত বিতর্ক চর্চা হয়। বিভিন্ন দিবস উৎযাপনে বিতর্ক প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞান মেলা : সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যখন বিজ্ঞানের জয় জয়কার, বিজ্ঞানের যাদুর কাঠির ছোয়ায় সবকিছু ধাবমান, তখন বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? এই চিন্তার বশবর্তী হয়েই ২০১৫ সালে গঠন করা হয় বিজ্ঞান ক্লাব যার আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব রোকসানা রশিদ। অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান মেলায় প্রজেক্ট, দেয়াল পত্রিকায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়েছে। ২০১৬ সালে অত্র ক্লাবের উদ্যোগে প্রথমবার বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক দেয়াল পত্রিকা বের করা হয়। স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে প্রধান শিক্ষিকার আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টায় দুই দিন ব্যাপী এই বিজ্ঞান মেলা সবার প্রশংসা কুড়াতে যেমন সমর্থ হয় তেমনি ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা হয় অনুপ্রাণিত। ২০১৭ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত পুরাতন ঢাকার বিভিন্ন স্কুল ছাত্রীদের নিয়ে "The old Dhaka Girls' Science Fiestive" আয়োজন করা হয়। ৩টি পর্যায়ে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সেগুলো হলো- অলিম্পিয়াড, প্রজেক্ট এবং দেয়াল পত্রিকা। শেষদিনে অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণী উৎসব।

বিজ্ঞান একাডেমি : বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি দেশের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তোলার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। দেশবরেণ্য বিজ্ঞানী, অনুসন্ধানী এবং প্রখ্যাত শিক্ষক অধ্যাপক মণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন। বছরের শুরুতে সারাদেশ ব্যাপী বিভাগীয় এবং জাতীয়ভাবে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক জ্ঞানস্পৃহা ও প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। পুরাতন ঢাকায় বিভাগীয় প্রতিযোগিতার ভেন্যু হিসেবে বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়-এর বেশ সুখ্যাতি রয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে এ আয়োজন বেশ সফলভাবে হয়ে আসছে। পুরাতন ঢাকার অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজেদের মেধা, মনন ও জ্ঞানের সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হচ্ছে। বিভাগীয় পর্যায়ের এ অনুষ্ঠানটি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এক মিলন মেলায় পরিণত হয়। ২০১৯ সালে এসএসসি গ্রুপে বাংলাবাজার স্কুল থেকে ২য় স্থান সহ ১ম দশ জনের মধ্যে ৪টি স্থান অধিকার করে।

জেনারেশন ব্রেকথ্রু কার্যক্রম : সবার জন্য জেন্ডার সমতা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে বিদ্যালয় ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য গৃহিত প্রকল্পের আওতায় ১০-১৬ বছরের শিক্ষার্থীদের জেন্ডার সাম্য বিষয়ে সচেতন করে তোলা এবং কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার লক্ষে বর্তমান মান্যবর সরকার ঢাকার ৬০টি স্কুল নির্ধারণ করেছে, তার মধ্যে বাংলাবাজার স্কুল অন্যতম। প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ২'জন শিক্ষক এবং পরবর্তীতে আরও ৪ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ে একটি জেনারেশন ব্রেকথ্রু কর্ণার গঠন করা হয়েছে। যেখানে রয়েছে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত কম্পিউটার সহ অন্যান্য উপকরণ। প্রধান শিক্ষকের সক্রিয় সহযোগীতা এবং তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে।

সততা ষ্টোর : দুর্ণীতি দমন কমিশন বাংলাদেশকে দূর্ণীতি মুক্ত করতে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিচ্ছে। তারই অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীদের মাঝে সততা, দেশ প্রেম, দায়িত্ববোধ, মানবিক গুনাবলী অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ে দুদক এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সততা ষ্টোর চালু রয়েছে। শিক্ষার্থীরা "সততা ষ্টোর" কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদেরকে ছাত্রজীবন থেকে সৎপথ অবলম্বনের চর্চা করছে। যা পরবর্তীতে তাদেরকে সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসাবে নিজেদেরকে গড় তোলার সুযোগ পাচ্ছে।

স্বপ্নের স্কুল গড়ি নিজেকে দিয়ে শুরু করি :

Sustainable Development Goal-4 (SDG-4) অর্জনের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্য সম্মত ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্য সম্মত ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাকে স্কুলে আসতে উৎসাহ প্রদান। শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পূর্বেই শ্রেণিকক্ষের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড, হোয়াইট বোর্ড ইত্যাদি পরিষ্কার রাখা। একাডেমিক ভবনের প্রতি ফ্লোরে সুপেয় পানির জন্য

মিনারেল ওয়াটার এর ২টি করে মেশিন স্থাপন। ময়লা আবর্জনা ফেলার উপযুক্ত বৃহদাকার পাত্র (বিন) প্রতি শ্রেণিকক্ষের সামনে স্থাপন। বিদ্যালয়ের গার্লস গাইড ও স্টুডেন্টস কেবিনেট এর সদস্যদের সমন্বয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা। বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত মা/অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন।

নানাবিধ সমাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রমঃ দেশদ্রোহী জঙ্গীগোষ্ঠীর ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের ভয়াবহ পরিণতি, মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব, দুর্নীতির সুদূর প্রসারী ক্ষতিকর ফলাফল, বাল্যবিবাহের পরিণতি ও বাল্যবিবাহে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জরিমানাসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক আইন, নারী নির্যাতন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে করণীয় এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীরা যেন সচেতন থাকে ও নিজেদের রক্ষা করতে পারে সে লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে বিভিন্ন কমিটি শিক্ষার্থীদের সচেতনতা মূলক ভিডিও প্রদর্শন, সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও যত্ন এবং আলোচনার মাধ্যমে সচেতন করছে। এসব সমাজিক সমস্যা নিয়ে অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত মত বিনিময় সভায় আলোচনা করা হয়। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মানসিক চাপ মোকাবিলায় প্রয়োজনে সার্পোটিভ কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করে শিক্ষার্থীদের সুস্থ ও সুষ্ঠু বিকাশে বিদ্যালয় একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ : মহামান্য হইকোর্টের রীটপিটিশন নং-৫৯১৬/২০০৮ এর আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অত্র বিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি প্রতিবোধে প্রধান শিক্ষিকা, শিক্ষক/শিক্ষিকা ও অভিভাবক সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কোনো সমস্যা দেখা দিলে কমিটির সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং প্রতিষ্ঠানের বাইরে শিক্ষার্থীরা নানা রকমের হয়রানির শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে যৌন হয়রানি ও সাইবার বুলিং এর শিকার হচ্ছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে অভিযোগ দায়ের করার মত কোনো নিভর্যোগ্য স্থান পায় না বলে শিক্ষার্থীরা বিপদগ্রস্থ হয়। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীরা যেন নির্বিঘ্নে এবং নির্ভয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারে সেজন্য অত্র বিদ্যালয়ে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী গঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি প্রাপ্ত অভিযোগ যাচাই পূর্বক অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিধি-বিধান অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

জাতীয় দিবস উদযাপন : উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমাদের এই বিদ্যালয়ে যথাযথ মর্যাদার সাথে বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপিত হয়। যেমন- স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, জাতীয় শোক দিবস, বাংলা নববর্ষ প্রভৃতি। সংশ্লিষ্ট দিবসের উপর ভিত্তি করে ছাত্রীরা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে এবং শিক্ষকমণ্ডলী উক্ত দিবসের উপর তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

Listening (শ্রবণ) ও Speaking (কথন) -এ দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ : ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হয়ে বাস্তব জীবনে ব্যবহারের লক্ষ্যে NCTB নির্দেশনা অনুযায়ী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে Listening ও Speaking -এ যথাক্রমে (১০ + ১০) = ২০ নম্বর সংযুক্ত করার পাশাপাশি ৮ম - ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে Listening ও Speaking -এ শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ করে তোলার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি" কার্যক্রম- সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ক শিক্ষাক্রমে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক শিখনফল অর্জন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি" কার্যক্রম সফল ভাবে বাস্তবায়নের জন্য অত্র বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির প্রভাতি ও দিবা শাখার ছাত্রীরা ২৫টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে প্রতিটি গ্রুপের সহায়ক শিক্ষকের সহোযোগীতায় ২৫ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ করে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জেনেছে। ২৫টি গ্রুপই এই কার্যক্রম ভিডিও করে এবং এসম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রধান শিক্ষিকার নিকট জমা দিয়েছে। ২৫টি গ্রুপ থেকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী গ্রুপের ভিডিও চিত্র বিজয় দিবস-২০১৯ এর অনুষ্ঠানে প্রদর্শন ও পুরস্কার করা হবে।

আমাদের প্রধান শিক্ষিকা : প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে কয়জন প্রধান শিক্ষিকা এ বিদ্যালয়ের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেছেন ও করে আসছেন তারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। তাঁদের দূরদর্শিতা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, বিচক্ষণতার সাথে সুদক্ষ শিক্ষক মণ্ডলিকে সাথে নিয়ে বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডকে ঢেলে সাজানোর ফলে বর্তমান বিদ্যালয়টি তার অতীত ঐতিহ্যের সাথে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যা - বিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করছে।

সার্বিক নির্দেশনা :**সুলতানা জাহান,** সভাপতি, বার্ষিকী সম্পাদনা পরিষদ
গ্রন্থনা ও তথ্যচিন্তা :**ফেরদৌসি পারভীন,** সহ-সম্পাদক, বার্ষিকী সম্পাদনা পরিষদ
সার্বিক পরিকল্পনা :**নিলুফার জাহান,** সম্পাদক, বার্ষিকী সম্পাদনা পরিষদ

ছড়া ও কবিতা

লাল ঝুঁটির মোরগ নড়াই
দেখতে ভীষণ ভালো
কবিতার নানান ছন্দ
মনে জ্বালায় আলো।

নিজের জয় নিকিয়ে রাখতে
মোরগ লড়াই করে
সুখ দুঃখের ছন্দ গাঁথায়
ঢুকলাম কবিতার ঘরে।

- মোছাঃ আফরোজা পারভীন
সহকারী শিক্ষিকা (প্রভাতি)

সাদিয়া আক্তার (সেতু)
৮ম (খ)-০৪ (প্রভাতি)

ছোট্টবেলা

সানজিদা মিম
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ৩২
শাখা : ক, শিফট : দিবা

আমি যখন ছোট্ট ছিলাম
কী করতাম জানো?
বাবার পিঠে চড়ে বলতাম
হাতি, আমায় টানো,
বাবা ছিল খুবই মোটা
দেখতে হাতির মতো
বলত আমায় এই মিস্টার
পয়সা আছে কত?
হাতির পিঠে চড়তে হলে
এক পয়সা চাই
আমি হাতি ময়দা ভূসি
আর কলাগাছ খাই।

মাতৃভূমি

সুচনা পাল
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ২৮
শাখা : ক, শিফট : দিবা

এই যে আমার দেশ আহা
এই যে আমার বাড়ি।
এই বাংলাদেশের লাইগা,
আমি জীবন দিতে পারি।
ছনের ছাওয়া বাড়ি আমার
পাট খড়ির বেড়া।
চোক জুড়ানো সবুজ দিয়ে,
আমার বাড়ি ঘেরা।
পিন্দনে তে আছে আমার
তাঁতি বাড়ির শাড়ি,
এই বাংলাদেশের লাইগা
আমি জীবন দিতে পারি।

বৃষ্টির দিনে

শাখ-ই-নাবাত
শ্রেণি : ৩য়, রোল :
শাখা : ক, শিফট : দিবা

বৃষ্টি দেখে পাই মজা,
খাই আমি ইলিশ ভাজা।
খেয়ে শুনি গল্প মা'র,
সব গল্প সেরা তার।

বঙ্গমাতা

সুদিপ্তা পাল ত্রয়ী
শ্রেণি : ৪র্থ, রোল : ৩১
শাখা : খ, শিফট : দিবা

মাগো তোমার শীতল ছায়ায়
জন্ম নিলেম আমি,
বাংলা আমার মাতৃভাষা
প্রিয় জন্মভূমি॥
সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল নাচে
নাচে দোয়েল পাখি,
গাছে ভরা পাক কাঁঠাল
শাপলা রাশি রাশি।
নদীভরা ইলিশ মাছ
আর নজরুলের বাঁশি,
সোনার বাংলার মধুর গানটি
বুকে ধরে রাখি॥

করব আমি জয়

সুদিপ্তা পাল ত্রয়ী
শ্রেণি : ৪র্থ, রোল : ৩১
শাখা : খ, শিফট : দিবা

লেখাপড়া করবো
বাংলাদেশে গড়বো।
মায়ের মুখের হাসি
কত ভালোবাসি,
সুন্দর হয়ে চললে
হাসবে বিশ্ববাসী।

আমার স্বপ্ন

তায়েবা আক্তার রায়ান
শ্রেণি : ৪র্থ, রোল : ৮
শাখা : খ, শিফট : দিবা

বাংলাবাজারের ছাত্রী আমি
গর্ব করে বলি,
ভালোবাসি আমার স্কুলকে
অনেক স্বপ্ন নিয়ে চলি।
ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত
পড়তে আমি চাই,
ন্যায় সততার মাঝে যেন
জীবন গড়তে পাই।

বসন্ত

আবৃত্তি সরকার
শ্রেণি : ৪র্থ, রোল : ১০
শাখা : খ, শিফট : দিবা

এসেছে বসন্ত বইছে বাতাস,
গাছে গাছে ফুটেছে ফুল।
নতুন সবুজ পাতার ফাঁকে
পাখিরা ডাকছে সুরে সুরে
এসো পাখি ময়না পাখি
এসো এখানে,
কত গান পার তুমি
শুনিয়ে যাও নারে।

মা

মৃত্তিকা নন্দী
শ্রেণি : ৪র্থ, রোল : ৪২
শাখা : খ, শিফট : দিবা

দুঃখগুলো আমার নিয়ে,
সুখগুলো দিয়ে।
আঁধার রাতে তুমি মা,
চাঁদের আলো হয়ে।
সর্বদা থাকো তুমি আমার পাশে
সবার থেকে বেশি তুমি
বাসো আমায় ভালো।
তোমার জন্য সকল পাওয়া
এই পৃথিবীতে মাগো।

আমরা বড় হয়ে

জিয়ানা আক্তার
শ্রেণি : ৪র্থ, রোল : ৪৩
শাখা : খ, শিফট : দিবা

আমরা বড় হয়ে দেশটাকে গড়বো
এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।
আমরা কেউ হবো ডাক্তার
করবো রোগীর সেবা।
কেউ হবো মাস্টার
হাতে নেব বই খাতা চক আর ডাস্টার
কেউহবো পুলিশ
ধরবো সন্ত্রাসী খুনি আর মাস্তান।
কেউ হবো জজ ব্যারিস্টার
করবো আদালতে ন্যায় বিচার।
কেউ হবো ইঞ্জিনিয়ার বৈজ্ঞানিক গবেষক
নিত্যনতুন করব আবিষ্কার
আমরা বড় হয়ে দেশটাকে গড়বো
এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

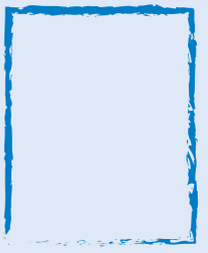

আমাদের স্কুল

জান্নাতুল আফরিন (মিলি)
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ১৭
শাখা : খ, শিফট : দিবা

বাংলাবাজারের ছাত্রী মোরা
এই স্কুলে পড়ি।
ভবিষ্যতের জীবন মোরা
এইখানেতে গড়ি।
বোনের মতো ছাত্রী কত
একই সাথে পড়ি
মাতৃতুল্য ম্যাডাম আর
পিতৃতুল স্যার
তারা মোদের জ্ঞানের আলো
দেন যে চমৎকার।
লেখপড়া শেখান তারা
শেখান কত কী।
তাদের জ্ঞানের স্পর্শ পেয়ে
ধন্য হয়েছি।